বকুল

শ্রীঅমলচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা

মূল্য।০ আনা।

PRINTED BY R. R. SINHA,
OLYMPIAN PRESS
56, Bechu Chatterjee Street, Calcutta.

নিবেদন।

মা সরস্বতীর সঙ্গে আমার সংস্রব নাই। দ্বিতীয় ভাগ অবধি বিদ্যা। মনের আবেগে প্রেমময়ের বিষয়ে লিখিলাম। যদি কাহারও ভাল লাগে: ত' কৃতার্থ হইব।

বহুবাজার,
বৈশাখ, ১৩২৩ সাল।

উৎসর্গ।

মাতার মতন কে আছে আর,
তাই হৃদয়ের এ গান আমার
করিনু উৎসর্গ করেতে তাঁর।

ওঁ

বকুল।

স্তব।

নমো নমো পুরুষোত্তম নমো নারায়ণ,
অনাদি অনন্তরূপ ব্রহ্ম সনাতন,
পাতকী জনে দয়া কর ভগবান,
ভক্তিহীনে নিজগুণে দিও মুক্তিদান,
অপার মহীমা তব নাহি সীমা তার,
অসার সংসার দেব তব পদ সার,
হৃদয়েতে বড় আশা, (তোমা) করিতে প্রচার
কি ধন তুমি হে দেব মানব সবার,
কত ভাবে কত লোক ডাকিছে তোমায়
সে ভাবে সে রূপে দয়া কর দয়াময়।
প্রণমি চরণে তব ওহে কৃপাময়
তব নামগান শক্তি দাও হে আমায়।

—

(১)

গুরুদেব দয়া কর দীনজনে
বিপদভঞ্জন পতিতপাবন পতিত তারণ হরি
বিশ্বপালন বিশ্বনাশন বিশ্বকারণ মুরারি
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে।
রাধিকারমণ মদনমোহন গোপীমনহারী
যশোদা দুলাল নন্দগোপাল বাঁকা বংশীধারী
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে।
বিভূতিভূষণ ত্রিশূল ধারণ ত্রিনয়ন ত্রিপুরারি
জানকী বল্লভ রাম রাঘব পিতৃসত্যপালনকারী
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে।
ভজন পূজন হীনা বীণা তনয়া তোমারি
কর প্রভু দয়া নিজগুণে তব শ্রীচরণে ধরি।

(২)

মনেতে উদয় যা হয় যখন
তাই লিখি হরি তব নামগান
সকলই ভুল নাহি ছন্দ মিল,
(হরি) আমি যে তোমায় বাসি গো ভাল।
বইয়েররি নাম দিলাম বকুল
নাম গন্ধে যেন করে গো আকুল।

(৩)

অগতির গতি, জগতের পতি,
মম সাথে সাথী থেকো,
ধর্ম্ম পদে মতি সত্য পথে গতি
সদা মম যেন রেখো
কোথা দয়াময় এসহে হৃদয়
ডাকিতে তোমারে শিখাও আমায়
কোরো মোরে প্রেমী ওহে অন্তর্যামী
বিলাসে মগন কোরো না বীণায়
যদি তোমারে কভু ভুলে যাই প্রভু,
অধমা বলিয়া ঠেলোনা পায়
অনাথের নাথ শুনেছি গো তুমি
সেই আশে ডাকি দয়াময়।

(৪)

কোথা শ্রীমধুসূদন বিপদভঞ্জন,
পড়েছি বিপদে রাখহে শ্রীপদে,
ডাকে হে তব অধম সন্তান।
ব্যাধি নির্ব্যাধি কর নারায়ণ।

(৫)

কাঙ্গালের ধন তুমি, অধমের অধম আমি
দীনে দয়া কর দীননাথ ওহে অন্তর্যামী।

এ ঘোর সংসার হ'তে মোরে কর পার
শুনেছি অধমে দয়া অসীম তোমার।
সেই আশে আছি আমি ভবপারে যাব
সার্থক করহে প্রভু দয়াল নাম তব।

(৬)

দুনিয়ামে সব আপনা কোই আপনা নেই
আপন পর মন্‌মেসে গড়্‌কে লেই
একলা আয়া একলা যাগা সাথ নেহি যাগা কোই
জনম মরণ কারণ যো হ্যায় আপনা হ্যায় সোই
উস্‌কো ডাকো প্রাণ ভর্‌কে আপনা হারা হোই।

(৭)

দুঃখ দিয়ে সুখ যদি পাও হে হরি,
তবে মোরে দুঃখ দাও হে মুরারি,
সে দুঃখ পেযে সুখ হইবে আমারি
দাও যদি হে হৃদে চরণ তোমারি।

(৮)

না জানি হেরিলে প্রভু হৃদিতে তোমায়
আপনা হইতে কেন অশ্রুধারা বয়ে যায়।
না থাকে লাজ মান ভয়,
না থাকে দ্বেষ হিংসা হৃদয়ে

আপনাতে আপনহারা হয়ে,
মন মগন রহে তব পায়
এই ভিক্ষা মাগে অধমা তনয়া
মরণ কালে দেখা দিও কৃপাময়।

(৯)

অন্ধ কর গো আমায়
যদি খোলা চোখে দেখা না দাও হে আমায়
অন্ধ কর গো আমায়
তাহ'লে বিলাস সুখ যাবে দূরে পলায়ে
অন্ধ কর গো আমায়
তখন অন্ধের সম্বল তুমিই কেবল হবে গো প্রেমময়,
পাব তোমায় সাথে সাথে সকল সময়,
অন্ধ কর গো আমায়
করেছ সংসারী মোরে ওহে করুণাময়,
অন্ধ কর গো আমায়
মায়ায় বদ্ধ ব'লে যদি দেখা দিবে না আমায়
তবে অন্ধ কর গো নিদয়
অন্ধ কর গো বীণায়।

(১০)

এমন অধম আমি গো হায়
পড়ে অসময়ে ডাকি দয়াময়

নহিলে ভুলেও ভাবিনা তোমায়
(তুমি) অনাথের নাথ অগতির গতি
তোমা হেন ধনে চাহি না
তবুও দয়াল স্নেহেতে আমায়
ভয়েতে সতত দাও গো অভয়
ঠেলিও না কভু তব রাঙ্গা পায়
এমন অধম আমি গো হায়

(১১)

আমার আমার করে কেন মরেরে সকলে
আমি কার কে আমার
আছেরে এ ভূতলে।
দেহ ছেড়ে পাখি পালাবে
যার পাখিটা তার করে ;
তবুত মন বোঝে নাক
সদা আমার ক'রে মরে।
সে সব যদি দিয়ে ছেড়ে
হরি শুধুই আমার বলে
তা হলে রে যাবে চলে
অনায়াসে ভবপারে।
দিন ফুরাল আমার ক'রে
দীনা বীণা তাই কাঁদেরে
কেমন করে যাবে রে সে ভবনদী পারে।

(১২)

সংসার মাঝারে পরীক্ষার তরে
পাঠায়েছ মোরে
(ল'য়ে) তোমারি আশ্রয় দেখো দয়াময়
তনয়া যেন তরে।

(১৩)

তুমি ঘটে পটে সন্নিকটে আছ সব ঠাঁই
ডাকের মত ডাকতে নারি পাই না তোমায় তাই
(তাই) হয়ে আকুল গড়ে ঠাকুর পূজা করে মন ভুলাই
তুমি হলেও শূন্য আছ পূর্ণ প্রভু শুনি সব ঠাঁই
আমি ভক্তিভবে সাঁঝ সকালে তোমায় পূজতে যাই
মম ফুল চন্দন প্রভু চরণে দিও গো ঠাঁই

(১৪)

তোমার রূপের বর্ণনা কি করিব আমি
বিশ্বেশ্বর বিশ্বনাথ বিশ্বপিতা তুমি
তারকনাথ বৈদ্যনাথ তুমি হে অন্তর্যামী
বৃন্দাবনে রাধাস্বামী কালীঘাটে কালী তুমি
তুমিই পেভাতের ভানু দিনমনি
কেমনে বর্ণিবে তোমা অধমা বীণাপাণী।

(১৫)

হরি বল হরি বল বলরে সদাই মনে।
হরি বল শয়নে স্বপনে

হরি বল বদনে বদনে
হরি বল পিতা মাতা
হরি বল ভগ্নি ভ্রাতা
হরি বল পুত্র কন্যা
হরি বল জগৎ জনে
এস সবাই প্রাণ ভবে ডাকি তাঁরে হরি ব'লে
উদ্ধার নাহিক আর হরি নাম তরী বিনে।

(১৬)

ডেকে ডেকে হলেম সারা
তবু তারা দাও না সাড়া
নিঠুর তোমার মত
কার মা আছে এমন ধারা
অভিমানে হয় মনে
ডাকব না আর শ্যামাধনে
দয়া নাইক জননীর
বুঝি দীন জনে।

(১৭)

ভাবনা কিসের ওরে মন
শ্যামা আমার পিঞ্জরে
ভক্তিভরে ডাকলে পরে
উঁকি মারে অন্তরে

ওরে ওমন ভক্তি না হ'লে
ধ'রতে নারে তাঁহারে
(ও ভাই) ভক্তি ভ'রে ডাক তাঁরে
যাবে যদি ভবপারে।

(১৮)

ভবপারে কে যাবিরে আয় রে ছুটে
(ও ভাই) হরি নামের তরী এনেছি দিতে
(হরি) নাম করিলে ভবক্ষুধা যায় ছুটে
ওরে ভবপারে যাবার বেলাতে
তখন তরে যাবি নাম তরীতে
হরি নাম কররে ভাই ধরায় লুটে।

(১৯)

দাও হে শক্তি করিতে ভক্তি,
মুক্তি যেন পাই দয়াময়
থাকিয়া সংসারে সকল সময়
তোমায় যেন হেরি গো হৃদয়
সুখে বা দুঃখে রোগে বা শোকে
কভু নাহি যেন ভুলি গো তোমায়
এই আশীর্ব্বাদ কর দয়াময়
শ্রীচরণে স্থান দাও তনয়ায়।

(২০)

আমিত্ব ঘুচাও মা কালী
আমিত্বের জ্বালায় জ্বলে মরি
আমি আমি আমার আমার
সদাই মাগো মুখে বলি
আসি তারা ডাকতে তোমায়
ডাকতে আমি কইমা পারি
যদিও তোমায় ডাকতে চাই মা
আমিত্ব আসি লয় মা কাড়ি
মনে হয় মা লোকে ভাবচে
কতই আমি ডাকতে পারি
বল্‌মা শ্যামা কেমন ক'রে
এ আমিত্ব ভুলতে পারি ?

(২১)

কাল রূপ বড় ভালবাসি
আমার মনটি কাল তুই মা কাল
তাইত কাল ভালবাসি
তাই কাল'য় কাল মেশামিশি
কাল রূপ বড় ভালবাসি
পূজা আহ্নিক মালা জপা
ওমা লোকদেখাতে কেবল আসি

থাক্‌তে নারি না দেখে তোর
কাল মুখে মধুর হাসি
কাল রূপ বড় ভালবাসি
মরণ কালে দিস্ মা দেখা
দয়া ক'রে এলোকেশী
তখন মরণ মুখে যাবে সুখে
শ্যামা মায়ের বীণা দাসী।

(২২)

জগৎ মাঝে তোমারি কাজে
তোমারি আদেশে এসেছি হে
তোমারি সন্তান করিতে পালন
দিয়াছ মোদের কোলেতে হে
হৃদি মাঝে হরি তোমার চরণ
যেন সতত বিরাজে হে
সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে
তব প্রেমমুখ সদা দেখি হে
তোমারি আদেশ করিয়া শেষ
স্থান পাই যেন চরণে হে।

(২৩)

সয়নাকো মা এত জ্বালা
কোথা গো মা দুঃখহরা

ছয় রিপুতে চেপে তারা
ক'র্‌লে আমায় আধমরা
কর্‌মা দয়া মহামায়া
নইলে বাঁণে গেল মারা
তুমি না করিলে দয়া
তরাবে কে দীনতারা।

(২৪)

ও মন কখন হ'য়োনা রে
শ্যামা মায়ের পদ ছাড়া
মা ভক্তের তরে এসে ধরা
কন্যারূপে বাঁধেন বেড়া
ও মন দিবা নিশি ভাব বসি
মায়ের রাঙ্গা চরণ জোড়া
যদি রে মন ভব পারে
যেতে চাও রে ক'রে ত্বরা।

(২৫)

বল্‌ মা ওমা শঙ্করী কেমন ক'রে
এ শঙ্কটে তরি
অহমিকায় ঘিরেছে মা
কেবল করি আমারি
যখন আস্‌বে শমন ধ'রবে ক'শে
কোথা রবে ঘর বাড়ী

ওমা বল্‌বে মরা দেবে ছড়া
সঙ্গে কেবল কলসী দড়ী
(ও তাই) বেলাবেলি ডাক্‌তে শেখা
যাতে তোরে ধ'রতে পারি ;
আর কিছু জানি না মাগো
কেঁদে সারা বীণা ছুঁড়ি।

(২৬)

ক্ষণিকের দুঃখ তরে কেন কাঁদ ওরে মন
সুখ দুঃখ কররে মন হরিপদে সমর্পণ
দুঃখে দুঃখ হবেনাক হরি চরণ ক'রলে ধ্যান
সুখ দুঃখ নাহি রহে কিছুইত চিরদিন।

(২৭)

ওখানে কেগো তুমি জগৎ স্বামী
ন্যাংটা দিগম্বর
কপালে চাঁদ জ্বলে জটে গঙ্গা
করে কলকল
গলেতে মুণ্ডমালা কটিতে বাঘছালা
মুখেতে ববম হর
নয়ন ঢুলু ঢুলু বাজাও শিঙ্গা ডমরু
ভোলা মহেশ্বর।

(২৮)

কলিতে এসেছিলে হে দেব
ওহে নর মুর্ত্তিধারী
জীবে দিতে চরণ তরী
রাম কৃষ্ণ রূপ ধরি
তবে অকালে লুকালে প্রভু
কেন ছলনা করি
(শুনি) লোকমুখে আসবে আবার
(জীবে) দিতে চরণ তরী
তখন ক'বে' পার দয়' ক'বি
দিয়ে প্রভু চরণ তোমারি॥

(২৯)

এক মন হ'য়ে প্রাণ ভরে তায়
ডাক একবার ব'লে দয়াময়
দেখিবে তখন মদন মোহন
শ্রীপদেতে তাঁর দিবেন আশ্রয়॥

(৩০)

দিন গেল, দিন গেল মাগো ওমা অভয় তারা
দিন ফুরাল সন্ধ্যা হ'ল পারে যাবার এলো বেলা
পাইগো মা ভয়, দাও মা অভয়, মাগো দুঃখ হরা
দিনের শেষে পার কর মা, দীনে দীন-তারা॥

(৩১)

পরের তরে কটা করে　　　　নিজের তরে সবাই মরে
করো রে মন পর উপকার
পরের দুঃখ দেখ্‌লে পরে　　　　সাধ্য যদি থাকে ওরে
যতন ক'রে দুঃখ মুছা তার
তা'হলে দেখবি হরি তোরে,
(দয়া করে) কর্‌বেন ভব পার।

(৩২)

করো আশীর্ব্বাদ ওহে দীননাথ
যখন যেখানে যেভাবে থাকি
যেন একবার দিনান্তে তোমায়
দয়াময় ব'লে প্রাণভরে ডাকি
আসিলে শমন যাইব যখন
হরি পথে আমায় একাকী
দেখ' নাথ হ'য়ো সাথের সাথী
আমায় দিওনা হে যেন ফাঁকি।

(৩৩)

জগৎ দেখ্‌রে চেয়ে নয়ন মেলে
মায়ের আমার রূপের রাশি
স্তনে দুগ্ধভরা প্রাণে স্নেহধারা
বরাভয়া তারা মুখে মধুর হাসি

মা আমার রাজেশ্বরী (তবু) শ্যামা শ্মশানবাসী
মার রাঙ্গা পদতলে রাঙ্গা জবা রাশি রাশি।

(৩৪)

হরি দুঃখ দাও যারে
তারে কে সুখ দিতে পারে
তুমি দিলে সুখ প্রভু
কেহ দুঃখ দিতে নারে
দয়াল নামে ক'রো না কলঙ্ক
দয়া কর নাথ আমারে
কোথা দয়াময় ডাকে হে তোমায়
তনয়া তব কাতরে।

(৩৫)

সাধ যায় মা ডাকি তোরে
ভয় হয় মা মার্‌বে ধরে
বল্‌বে বৌ দিলে মোদের
ঘুচিয়ে মান গান ক'রে
তোর নামগানেতে
কত সুধা উথলে যে
(বল্‌মা) এরা তা জান্‌বে কেমন ক'রে ;
তাইত বলি ওমা তোরে
দেনা চিতার কাঠে মোরে

মৃত্যু পরে ডাক্‌ব তোরে
দিবানিশি প্রাণটা ভরে।

(৩৬)

হরি হে বেলা বয়ে যায়
(তাই) জীবনের সন্ধ্যা মেঘ আসিছে ঘনায়
মৃত্যুপরে আমি একা তুলি নিও তব নায়
নাহি ভক্তি নাহি শক্তি পার কর দয়াময়
সেই আসে আমি হরি বসেছি হেথায়
প্রভু হে বেলা বয়ে যায়।

(৩৭)

তাইত গোমা রোজ সকালে
চন্দনের রেখা ক'রে
তব নাম লিখে ভালে
(ওমা) ছেলেদের দিই সবারে
জানি বিপদহরার দিলে করে
সকল বিপদ যায় মা তরে
(তাই) আজ বিপদকালে শ্রীপদ দিয়ে
অভয়কোলে নিয়েছিলে
তোমার দয়ায় বেঁচে তবে
বেড়িয়ে যখন ফিরল সবে
ওমা, শুনে তখন আনন্দেতে
বুক ভাসিল আঁখিজলে

বিপদকালে এমনি কোরে
অভয়কোলে নিও মা তুলে।

(৩৮)

তুমি কার কে তোমার মায়া মোহে অন্ধকার
যে জন আছে আপনার ডাক কি তারে একবার
ধন মান পরিজন কেহ নহে আপনার
ধারণ করেছ দেহ যাবে না সঙ্গে তোমার
ওরে বীণা পোড়ারমুখী চাস্‌না দিতে মাকে ফাঁকি
নিজেই পড়িবি ফাঁকে ঘুচ্‌বে হওয়া ভবপার।

(৩৯)

কোথা আছ দীননাথ দয়া কর দীন হীনে
ভক্তিহীনা অতি দীনা অধিনী তনয়া বীণে
দয়া কর দীনবন্ধু ওহে নাথ নিজ গুণে
দিবসের শেষে মোরে স্থান দিও শ্রীচরণে।

(৪০)

বড় আশা হৃদয় ভরা
সাজাইতে তোরে তারা,
কি অভাব তোর আছে ওমা
সকলি যে তোর শ্যামা।
তবুও প্রাণ চায় গো মা
ফুল চন্দন দিতে তোমা,

এমন ব্যাধি দিস্‌না তারা,
(যায়) ডাকা বন্ধ হয় তোবে মা।
এলেও শমন পূজে তোমা
যাই যেন গো আমি শ্যামা,
বীণার সাধে বাদ সাধিস্‌ না
দেখিস্‌ মাগো দুঃখহরা।

(৪১)

(রামপ্রসাদী)

ওমা ভয় দেখালে আমায় শ্যামা
আমি কি মা ভয় খাই,
ওযে অভয় তারার অভয় পায়ে
ভয়কে আমি দিছি জবাই।
যদিও কখনও মা তোরে
মোহের ভুলে ভয় পাই,
(তখনি) মা ব'লে ডাকিলে পরে
তোরে হৃদে দেখ্‌তে পাই

(৪২)

কেমন ক'রে তোরে বাঁধি প্রেমডোরে
শিখা ওমা মোরে
ডাক্‌লে পরে আস্‌তে হবে
নিতে অভয় কোলে।

ব্যথা পেলে প্রাণে মোর
লাগ্‌বে তোর প্রাণে,
নিদয় হ'য়ে মোর পরে
থাক্‌বি মা কেমনে।

(৪৩)

হরি তোমায় আমি কি ব'লে ডাকি
তুমি অদ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী।
তুমি নর নারী তুমি যে মা কালী,
তুমি ধ্রুব তারা তুমি প্রাণপাখী।
হিমাচলে শোভে নানা ফুলরাশি
বিকশিত তাহে তব মধুর হাসি।
সাগর হিল্লোলে হেরি তব করুণার বারি,
হরি তোমায় আমি বড় ভালবাসি।

(৪৪)

গোপাল গৌরাঙ্গ সুন্দর
প্রাণনাথ হরি
আমায় দয়া কর
দাওহে চরণ তরি
(হরি) নইলে কেমন করে
এসংসারে তরি
পথ দেখাও মোরে
কোন্ পথে চলি

না হ'লে আমার গতি
কি হবে মুরারী
ওহে গৌরাঙ্গ সুন্দর
দীননাথ হরি।

(৪৫)

জগৎ মাঝে হরি বিনা, কিছুই নাহি আর,
তিনিই তুমি তুমিই তিনি, সবই যে গো তাঁব
তিনি ছাড়া হ'লে পরে, নয়নেতে হেরে না রে
বদনে বলে না কথা, কর্ণেতে যে শোনে না রে,
চরণেতে আর চলে না, (ওরে) হরি এম্নি ধন,
ঘুচারে তোর ভ্রম, তাই বলি রে মন
আমি আমি আমার আমার, বোলো না কখন আর,
পাঁকে পড়ে মর্‌বি রে মন, পাবিনা চরণ তাঁর।

(৪৬)

আশার আশা ভবে আসা আশা মাত্র হোলো সার
ভজন সাধন তোমার পূজন হোলো নাকো মা আমার,
(ওমা) এম্‌নি এলাম এম্‌নি যাব দেখা কোথা পাব তোমার
কেমনে এঘোর সংসার হ'তে পাইব আমি নিস্তার

(৪৭)

সং সাজতে পারি না আর
আসা যাওয়া ক্লেশ কর গো মা শেষ

জনমে জনমে পারি না আর
সেজে নরনারী হ'লেম যে মা কালী
তাইত মা বলি বিরাম দে এবার ;
আর সং সাজায়েও না মা আমার
চিরতরে স্থান দাও মা শ্রীচরণে তোমার।

(৪৮)

অধম অধম কেন রে মন সদা বল বদনে
হৃদয়মাঝে মদনমোহন অহরহ বিরাজে
যদিরে মন মদনমোহন থাক্‌তনাকো অন্তরে
(ওরে) তাহ'লে কি কথা কভু বলিত অধরে।

(৪৯)

এই ভিক্ষা মাগি মাগো তব চরণপরে
মরণের পর যদি আসি ধরাতলে
কোরোনা রমণী মোরে মিনতি তোমারে
বেঁধো না আবার যেন কঠিন মায়াডোরে
হ'য়ে তব দাস ল'য়ে তব নাম
ভিখারীর বেশে ফিরি দ্বারে দ্বারে
তব নামে যেন সদা আঁখি ঝরে
তব নাম বহে অন্তরে বাহিরে।

(৫০)

হরি বল হরি বল ওরে আমার মন
বদনে বলরে সবাই হরি হরি অনুক্ষণ

হরি বলে ডাক্‌লে সদা প্রেমে হরি পড়েন বাঁধা
পাপী তাপী হ'লেও পরে থাকতে নারে হরি তখন
তরাতে হয়গো তারে দিয়ে রাঙ্গা চরণ
ভক্তিভরে হরি ব'লে ডাক্‌না আমার মন।

(৫১)

কোথা আছ হরি শ্রীমধুসূদন
লোকে বলে তোমায় অধমতারণ
অধমের অধম তব এ সন্তান
পার কর দেখি মোরে ভগবান।

(৫২)

দয়াময়ী বলে সবাই দয়া কর্ মা ত'রে যাই
তোর দয়াতে ত'রবো ব'লে সেই আশাতে দিন কাটাই
শুনেছি তোর দয়া দানে ভাল মন্দের বিচার নাই
আমি ওমা মন্দ মেয়ে চরণে দিস্ মাগো ঠাঁই।

(৫৩)

ওরে অবোধ মন বিষয়ে মগন
হ'য়ে আছ অনুক্ষণ
ওমন ভুলেও কি ভেবেছ কখন
যে আছে আপন জন
ওরে ডাক তাঁরে মন প্রাণ ভরে
সদা ব্যাকুল অন্তরে

হ'লে অসময় সবে ঠেলে পায়
(কিন্তু) দয়াময় কোলে তুলে লন।

(৫৪)

হরি নাম ব'লতে মানা কারুর ত রে নাই
হাতে কর কাম মুখে লহ নাম ও ভাই
যদিরে মন ত'র্‌তে চাওরে সবাই
বীণাপাণি সাধ্‌ছে তোদের ওরে তাই।

(৫৫)

ওমা যেমন ক'রে ডাক্‌তো প্রল্হাদ
বইত নয়ন ধারা
তেমনি কোরে ডাক্‌তে মোরে
বারেক শিখাও তারা
ভজন পূজন জানি না মা
হৃদয় অহং ভরা
সে সব মুছে দিয়ে মাগো
হৃদে এসে দাঁড়া।

(৫৬)

জাগ জগৎ হ'য়েছে প্রভাত
গাহ হরির গান
যাঁহার দয়ার নাহি বিরাম
দীন দুঃখী জনে করিছে দান

যাঁহার দয়ায় এসেছি হেথায়
ডাক প্রাণ খুলে সেই দয়াময়
যাঁহার দয়ায় মেলিলে নয়ন
এস সবে করি তাঁর নাম গান।

(৫৭)

এসেছি তোমার কোলে দিতে মালা গলে
পর মা গঙ্গে পর মা গলে
ভানু রূপরাশি মিশিয়াছে আসি
মোক্ষদায়িনী তোমার জলে
দুটিতে মিলিয়ে (ওমা) নাচিছ দুলিয়ে
তা হেরে ভাসি আমি আঁখি জলে
জীবনের শেষে (মোরে) নিও মা কোলে
দেখ'মা ঠেল না অধমা ব'লে।

(৫৮)

যখন যাহা করি হৃদে যেন হেরি
পতিত পাবন হরি
কুপথেতে গেলে সুপথেতে মোরে
এনো হে নাথ ধরি
যদি কোনও দিন যাই তোমায় ভুলি
হৃদে চরণাঘাত করি

জাগায়েও আমায় তবু যেন হরি
দেখো যেও না ফিরি।

(৫৯)

(আমি) কি করি হরি কোথা যাই
কি করিলে তব দেখা পাই
সংসারের মায়াঘোরে
মিছে ঘুরে দিন কাটাই।
মরণের পরে যেতে হবে ফিরে
ভুলেও ত তা ভাবি নাই
ডাকের মত ডাকতে শিখাও
যাতে আমি তোমায় পাই।

(৬০)

কত হয় যে উদয় আমার মাথায়
প্রচারিতে তোমা ওহে দয়াময়
কিন্তু ভুলে যাই অল্প বুদ্ধি তাই
কেমনে মহিমা গাহিয়া যাই
তুমি শোকে শান্তি তুমি দুঃখে শান্তি
প্রভু সকল সময় তুমি শান্তিময়
হরি কত শান্তি পাই ডাকিয়া তোমায়।

(৬১)

(কেন) দিক্‌না বাধা শত জনে প্রাণ ছুটেছে তোমা পানে
তোমার গানে মন মজিলে লাজ মান নাহি মানে
হরি বেলা অবসানে আর বাধা ত নাহি মানে
এখন শুধু ভাবে বীণে চরণ রেণু পাবে কেমনে

(৬২)

হরি দয়াল তোমার ধরি রাঙ্গা চরণ দুটী
বলহে বলহে নাথ কবে মোরে দেবে ছুটী
এ ঘোর মায়াজালে অন্ধ মোর আঁখি দুটী
নিয়ে চলহে নাথ নমি পদে কোটী কোটী।

(৬৩)

ভক্তিহীনে মুক্তিদাতা কোথা প্রাণের হরি
দয়া কোরে দাওহে পিতা রাঙ্গা চরণ তরী
ভক্তিহীনা দীনা বীণা তনয়া তোমারি
দয়া করে ডাক্‌তে তোমায় শিখাও শ্রীহরি।

(৬৪)

কাজসারা গোছ তোমায় ডাকি
একি ডাকা হরি
মনে মনে সদাই তোমায়
কেন নাহি ডাকি

যখন যাহা চাহি আমি
দয়াময় দাও তুমি
তবু তোমায় ডাকিনাক
এমন অধম ছি।

(৬৫)

শুধু লিখ্‌লে পঁরে প্রেমত হয় না হরে
হরিপ্রেম দাও মোরে দাওহে প্রেম অন্তরে
শুনিলে তোমার নাম ভাসে যেন আঁখিনীরে
এই আশীর্ব্বাদ নাথ করহে আমার শিরে।
